REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২১এ পৌষ বুধবার ১৩২৭ ইংরাজী 5th January 1921. | ২৪শ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে —বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শক্ত মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২৷০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহাবিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারীশক্তি অসীম। অনেক সম্ভ্রান্তঘরে অর্থব চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুন নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷০ দেড় টাকা।

প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমিস্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোংর

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮১৷১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গনোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ঔষধের 'ভেল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও অ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। আর হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন।

নলুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র নিওগী ও পশুপতি নামে ৪ ব্যক্তি হিলিংবাম জাল করার অপরাধে সম্প্রতি কলিকাতা পুলিশ কোর্টে অভিযুক্ত ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক যথোচিত দণ্ডিত হইয়াছে। ক্রেতাগণ হিলিংবাম ক্রয়কালীন শিশির মাথায় আমাদের নামাঙ্কিত নীলবর্ণ শিলের উপর ইংরাজী হরপে হিলিংবাম ও আমাদের কোম্পানীর নাম লেখা ও বাক্স পত্রে আমাদের রাবারের ছাপ দেখিয়া লইবেন। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে পুলিশ ঔষধ জাল বুঝিতে হইবে। জালকারীকে ধরাইয়া দিতে পারিলে আমরা যথোপযুক্ত পুরস্কার দিব।

মেহের উপসর্গ যথা—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কষ্ট প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পুঁজ যুক্ত খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অরুচি, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত-পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনায় এমন কি প্রস্রাবসহ বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি হিলিংবাম-সেবনে সত্বর আরোগ্য হয়।

প্রশংসাপত্রদানকারী কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস—পি, এস, ডি—এল, এল, ডি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) কাপ্তেন এস, চক্রবর্ত্তী আই,এম,এস; এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম,ডি; (৬) ই, এস, প্যাং এম, ডি; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, সি, বেজবড়ুয়া; এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ভাল ভাল ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২৷০; ছোট শিশি ১৸০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২১এ পৌষ বুধবার ১৩২৭ সাল।

পদক ও উপাধি।

জঙ্গিপুরের ভূতপূর্ব্ব সবডিভিসানাল অফিসার শ্রীযুক্ত অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবার কৈসর-হিন্দ দ্বিতীয় শ্রেণীর পদক ও 'রায় সাহেব' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ নির্ব্বাচন নাকচ জন্য মামলা।

মুর্শিদাবাদে অমুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নেহালিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সমিতির মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে এই নির্ব্বাচন নাকচ জন্য নানা কারণ দর্শাইয়া শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সান্যাল এক মোকদ্দমা স্থাপন করিয়াছেন। স্পেশাল ট্রিবিউনালে এই মামলার বিচার হইবে। অনেক জেলাতেই এইরূপ মামলা উপাস্থত হইয়াছে। নির্ব্বাচিত হইয়াও নিস্তার নাই। মামলা রূপ অগ্নি পরীক্ষায় স্বীয় পবিত্রতার প্রমাণ করিতে পারিলে তবে নির্ব্বাচন সিদ্ধ হইবে।

ইংরাজী বর্জ্জন।

নাগপুরে ছাত্র মহাসমিতি প্রস্তাব করিতেছেন—ইংরাজী ভাষার ব্যবহারে কেবল যে জাতীয়তার অনিষ্ট হয় এমন নহে, উহাতে আধ্যাত্মিক এবং মানসিক ক্ষতিও হইয়া থাকে, চিন্তা শক্তিতেও ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্য ছেলেরা নিজেদের মধ্যে কথা বার্ত্তা বা সংবাদ আদান প্রদানে কিম্বা কোন প্রাদেশিক অনুষ্ঠানে দেশীয় ভাষা ব্যবহার করিবেন। খাঁটি দেশীয় ভাষা ব্যবহার করাও খুব কঠিন। ইংরাজী ভাষা যে দেশের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজী বুকনী না দিয়া কথা বলাও যে দুষ্কর হইবে। বিশেষতঃ বাঙ্গালী বাবুদের ইংরাজী প্রক্ষেপ ভিন্ন মনের ভাব ব্যক্ত করাও কঠিন হইবে। অনেক সময় মায়ের সঙ্গে কথা বলিতে ইংরাজী আসিয়া পড়ে আবার সাহেবের সঙ্গে কথা বলিতে বাঙ্গলা বলিয়া ফেলেন। খাঁটি দেশীয় ভাষা আছে কি?

চোর পুলিশ।

'বীরভূম বার্ত্তায়' প্রকাশ—সেখ জব্বর নামক সিউড়ীর জনৈক পুলিশ কনেষ্টবল জেলার পুলিশ সাহেবের দরকার বলিয়া কাখুড্ডি গ্রামের এন্তাজ মিঞার সহিত একগাড়ী চাউলের দর করিয়া তাহাকে গাড়ী সমেত সিউড়ী লইয়া আইসে। পুলিশ সাহেব বাহাদুর সে দিন সিউরীতে ছিলেন না, সেই জন্য জব্বর সিপাহী এন্তাজকে সাহেবের কুঠির নিকটে এক বাড়ীতে চাউল রাখিতে বলে। এন্তাজ চলিয়া গেলে জব্বর সেই চাউল ৭৫৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া টাকা আত্মসাৎ করে। ফৌজদারীর বিচারে এই জব্বর সাহেবের দেড় বৎসর শ্রীঘর বাস ও ৫০৲ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে। যাহা হউক ৭৫৲ --৫০৲ =২৫৲ লাভ থাকিল। দেড় বৎসর খোরাক পোষাক চাকরী হইল। জব্বর সেখের মত জব্বর সিপাহী বহুৎ আছে। কিন্তু পাকড়ে কোন্?

লোক গণনায় নূতনত্ব।

কয়েক মাস পরেই সমগ্র ভারতে লোক গণনা আরম্ভ হইবে। বঙ্গদেশে এবার হইতে এক নূতন রীতি প্রবর্ত্তিত হইবে। কাহার কত বয়সে বিবাহ হইয়াছে, বিবাহের কত দিন পরে স্ত্রী ঘর করিতে আসিয়াছে, কয়টী ছেলে-মেয়ে বাঁচিয়া আছে ও কয়টী মরিয়াছে এবং কয়টী মৃত অবস্থায় জন্মিয়াছে। কয়টী সন্তান পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বে মারা গিয়াছে, কয়টী পাঁচ বৎসরের অধিক কাল জীবিত আছে, সর্ব্বকনিষ্ঠ ছেলের বয়স কত প্রভৃতি তথ্য সংগৃহীত হইবে। এখন হইতে গৃহস্থগণ এই সব স্মরণ করিতে থাকুন কিম্বা এক টুকরা কাগজে লিখিয়া রাখুন। সে সময় উত্তর দিবার সুবিধা হইবে।

বালিকার কৃতজ্ঞতা।

সে দিন জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের বড় হাকিমের এজলাসে একটী ৮।১০ বৎসরের বালিকা এক মামলার সাক্ষ্য দিবার জন্য আসিয়াছিল। এই দারুণ শীতেও বালিকার গাত্র বস্ত্র থাকা দূরে থাক তাহার পরিধানে একখানি ক্ষুদ্র ন্যাকড়া ব্যতীত আর কিছু ছিল না। হাকিম বাবু তাহার এবম্বিধ দশা দেখিয়া বিতরণ ভাণ্ডার হইতে একখানি বস্ত্র তাহাকে প্রদান করেন বালিকাটী কাপড়খানি পরিয়া হাকিম বাবুর হাতখানি ধরিয়া নিজের কপালে স্পর্শ করাইল। এজলাসের বাহিরে আসিয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। এ ক্রন্দন আনন্দের না দুঃখের তাহা ভাবগ্রাহী ব্যতীত অন্যের অনুভব করা সুকঠিন। বালিকাটী যে রূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে তাহা অনেক প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষিত লোকেও জানে না। কেবল 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলিলেই যে আজ কাল যথেষ্ট হইল বালিকাটী তাহা শিখে নাই। ইহা আমাদের অসভ্য মহকুমার পরম ভাগ্য।

পরলোকে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

স্বর্গীয় মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় গত শনিবার বৃদ্ধা জননী ও অপুত্রা পত্নীকে শোক সাগরে নিক্ষেপ করিয়া অকালে পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় মাতামহের মুখোজ্জ্বলকারী যোগ্য দৌহিত্র ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রের একটী খ্যাতনামা কৃষক আজ মহাপ্রস্থান করিলেন। তাঁহার মত সুরসিক খাঁটি সমালোচক আর নাই। তাঁহার অকাল মৃত্যু বঙ্গসাহিত্যের দুরদৃষ্টের পরিচায়ক।

'কংগ্রেসে' 'ডিস্‌গ্রেস্'।

নাগপুরে কংগ্রেস করিতে গিয়া এবারে নন-কোঅপারেশন ও কোঅপারেশনের দলে একটী বিষয়ের মতানৈক্য হেতু মহা কেলেঙ্কারী করিয়াছেন। এই বিবাদ বচসা হইতে ক্রমে মারামারিতে পরিণত হইয়াছিল। কো-অপারেশনের দল নন-কোঅপারেশনের দলের লোক দিগকে বেদম প্রহার করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর উপদেশানুসারে তাঁহার দল দাঁড়াইয়া মার খাইয়াছে। তাঁহার মত

ফেলে মা'লি কলসি কানা
তাই ব'লে কি প্রেম দিবনা আয়।

ফেল পয়সা দেখ জগন্নাথ।

হিন্দুগণের যাবতীয় তীর্থ ক্ষেত্রেই পাণ্ডা ঠাকুরদের পয়সা আদারের উৎপাতে তীর্থস্থান গুলি অত্যাচারের আড্ডা হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে গঙ্গাসাগর তীর্থ যাত্রীদিগকে প্রত্যেককে ৵০ আনা হিসাবে কর দিতে হইত। এবারে চব্বিশ পরগণার জেলা বোর্ড নাকি সেই ৵০ আনা করকে ।৵০ আনায় পরিণত করিয়াছেন। তিনগুণ বৃদ্ধি। গঙ্গাসাগর দেখছি কাপড়ের দরের সহিত পাল্লা দিতে আরম্ভ করিল। নিরীহ জাতি নীরবে সব সহিবে।

কেনারাম ও বেচারাম।

এই আক্রা গণ্ডার দিনে লোকের ন্যায্য ওজনে জিনিস ক্রয় করিতে পালাই পালাই ডাক ছাড়িতে হইতেছে। তার উপর কোন কোন অসাধু ব্যবসাদার অন্যায় লাভের আশার বশবর্ত্তী হইয়া কম ওজনের ও বেশী ওজনের বাটখারা রাখে বলিয়া শোনা যাইতেছে। যখন কোন জিনিষ ক্রয় করে তখন বেশী ওজনের বাটখারা ও যখন বিক্রয় করে তখন কম ওজনের বাটখারা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই বাটখারার সাঙ্কেতিক নাম দোকানদারী ভাষায় কেনারাম ও বেচারাম। ক্রেতা বাড়ীতে গিয়া যাঁচাই করিয়া যখন কম জিনিষ বলিয়া আপত্তি করে তখন তাহাকে বাড়ীতে

কিছু রাখিয়া দিয়াছে বলিয়া দাবি করিয়া থাকে। কেনারাম বেচারামের অত্যাচারে সাধারণকে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। মাঝে মাঝে যদি কর্ত্তৃপক্ষ দোকানের বাটখারা হঠাৎ পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে এই জুয়াচুরি প্রশমিত হইলেও হইতে পারে।

আক্রা ও সস্তার গতি।

—০—

যখন সর্ব্ববিধ ব্যবসার কেন্দ্র কলিকাতার বাজারে দ্রব্যের মূল্য চড়িয়া যায় তখন মফঃস্বলে তার পরক্ষণেই সেই দর অপেক্ষা চড়া দরে মাল বিক্রয় হইতে আরম্ভ করে। আবার যখন কলিকাতায় কোন দ্রব্যের মূল্য সস্তা হয় তখন কিন্তু মফঃস্বলে সস্তা হইতে অনেক বিলম্ব হয়। আমরা অনেক দিন হইতে শুনিতেছি যে চিনির দর খুব সস্তা হইয়াছে কিন্তু মফঃস্বলে যে আক্রা সেই আক্রা। কলিকাতা হইতে আক্রার খবরটী খুব আসে কিন্তু সস্তার খবর না আসা বলিলেই হয়। ইহা মফঃস্বল বাসীর কোষ্ঠির ফল নয় ত?

সহযোগিতা বর্জ্জন।

—০—

মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ লাভের জন্য যে 'সহযোগিতা বর্জ্জন' দাওয়াই আবিষ্কার করিয়াছেন। এবং সরকারের উপর সেই দাওয়াই প্রয়োগের জন্য সাধারণকে অনুরোধ করিতেছেন। সরকারের উপর প্রয়োগ করিবার আগে এটী আমাদের ঘরে প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিলে হয় না? আমরা বলি কি কন্যাদায়গ্রস্ত উৎপীড়িত কন্যাকর্ত্তাগণ বরের বাপগুলির উপর একবার এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দেখুন না কেন কেমন ফল ফলে। সব কন্যাকর্ত্তারা একজোট হইয়া প্রতিজ্ঞা করুন যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পণ দিয়া দিয়া জামাইরূপ জানোয়ার ক্রয় করিবেন না। দেখা যাক কতদিন বরের বাবারা ছেলে আটকাইয়া রাখিতে পারেন। কন্যাদায়ের পরিবর্ত্তে পুত্রদায় হয় কি না। শুধু সরকারের সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করিলে চলিবে না। আগে 'ঘরের মধ্যে ছ জন কুজন" বর্জ্জন করা চাই। আগে ঘর ঠিক হওয়া চাই। আঠে পিঠে দড় তবে ঘোড়ার উপর চড়। আগে আসন শুদ্ধি, ভূত শুদ্ধি, জল শুদ্ধি করিয়া তবে পূজায় বস। আপনি না মজিলে পরকে কি মজাতে পার?

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক।

—০—

সুদখোরদিগের হস্ত হইতে নিরীহ প্রজাগণের রক্ষার জন্য এই ব্যাঙ্কের সৃষ্টি। আজকাল অনেক জেলা ও মহকুমায় কো-অপারেটিভ সোসাইটী হইতে কো-অপারেটিভ ষ্টোরের নাম দিয়া যাবতীয় জিনিসের দোকান খুলিয়া নিরীহ ক্রেতা ও বিক্রেতাগণকে অতিরিক্ত লাভখোর দোকানদারের হস্ত হইতে ত্রাণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বহরমপুর ও রামপুরহাট প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ ষ্টোর খোলা হইয়াছে। আমাদের জঙ্গিপুরের কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কও বেশ সুনামের সহিত কার্য্য চালাইতেছে। এখানে এইরূপ একটী দোকান খুলিবার ব্যবস্থা হয় না কি? আমাদের সুযোগ্য সবডিবিজনাল ম্যাজিষ্ট্রেট জ্ঞানদা বাবু ও কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী বৃন্দাবন বাবু একটু যত্ন করিলে বোধ হয় হইতে পারে।

গোয়েন্দার লাঞ্ছনা।

—০—

গত নাগপুর কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর তাঁবুতে জনৈক পুলিশের গোয়েন্দা সন্ন্যাসী সাজিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। সন্ন্যাসীজীর নিকটে ধর্ম্মগ্রন্থের বদলে ছিল এক নোট বুক। তাহাতে তিনি কয়েকজন লোকের নাম ও কয়েকটী বক্তৃতার মর্ম্ম লিখিয়া লইয়াছিলেন। গোয়েন্দা ধরা পড়িয়া ভলাণ্টিয়ারগণের হস্তে সোপরদ্দ হন। তাহারা তাঁহার বিভূতিমাখা অঙ্গে আলকাতরা মাখাইয়া রাস্তা দিয়া ঘুরাইয়া বেড়াইয়াছিল। আগে জানিতাম—"চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা" এবার শিখিলাম "গোয়েন্দাগিরি বড় চাকরী যদি না পড়ে ধরা।

(উদ্ধৃত)

মদের দোকান বন্ধ।

—০—

টিটাগড়ে কার্য্যারম্ভ।

টিটাগড় হইতে জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—গত পৌষ হইতে আরাবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার শাস্ত্রী, স্থানীয় মৌলভী আবদুল রহিম এবং বহু পণ্ডিত ও মৌলভী মিলিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন। এই সভার উদ্দেশ্য—হিন্দু-মুসলমানের একতা গঠন, মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিবারণ, সালিসী আদালত স্থাপন, নানারূপ সামাজিক বিশৃঙ্খলতা দূর করা এবং স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন প্রভৃতি। এখানে প্রায় এক লক্ষ লোকের বাস। গত রবিবারে ১৫ হইতে ২০ হাজার লোকের এক সভা হইয়াছিল। এই সভার জন্য মিলের সর্দ্দারগণ বিশেষ ধন্যবাদার্হ, কারণ তাঁহারাই ইহার বিশেষ উদ্যোগী। এখানে এক্ষণে মদের দোকানে বিক্রী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এজন্য কোন কোন মদের দোকানওয়ালা সবডিভিসনাল অফিসার মহোদয়কে জানান। কিন্তু তিনি উত্তরে বলেন যে, ভাই যদি ভাইকে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করে, সে স্থলে তিনি কি করিতে পারেন; তিনি শান্তিভঙ্গের কারণ নিবারণ করিতে পারেন কিন্তু এখানে কোনরূপ শান্তি ভঙ্গের কারণ হয় নাই। এখানে প্রায় ৩।৪ হাজার স্বেচ্ছাসেবী লোক নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকে পত্যেককে অনুনয় বিনয়পূর্ব্বক বুঝাইতেছেন এবং এই সমস্ত অনুচিত কার্য্য হইতে বিরত করিতেছেন। এখানে অনেক মামলা সালিসি আদালত হইতে মিটান হইতেছে। প্রত্যেক দিন সভা বসিতেছে, রবিবার ভিন্ন প্রত্যেক দিন রাত্রি ৮টার পর সভা হয়।

হিন্দুস্থান।

প্রাপ্ত।

সংবাদ।

—০—

(১) সাগরদীঘি—৯-১-২১

অদ্য সাগরদিঘী মধ্য ইংরাজি স্কুলের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ হইল। লালবাগের সবডিবিসন্যাল অফিসার মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক সভাপতি আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২)

নেহালিয়ার সুযোগ্য ও সকলের প্রীতিভাজন জমিদার বাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয় বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাহাকে সামান্য আকারে একটী অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছে।

(৩)

সাগরদিঘী মধ্য ইংরাজি স্কুলটীকে ক্রমে উচ্চ ইংরাজি স্কুলে পরিণত করার অভিপ্রায়ে তথায় একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু এ বিষয়ে জেলার কর্ত্তা ও প্রধান ব্যক্তিগণের সহায়তা না পাইলে এ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সহজসাধ্য নয়।

শ্রী—পোপাড়া।

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৷৵০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯৷৷০ সারে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা ৵০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নবিকারাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৷৵০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৷৵০

অন্নপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অন্নপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাকে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১৷৵

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯ নং কলটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্ ॥ ১ :

চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

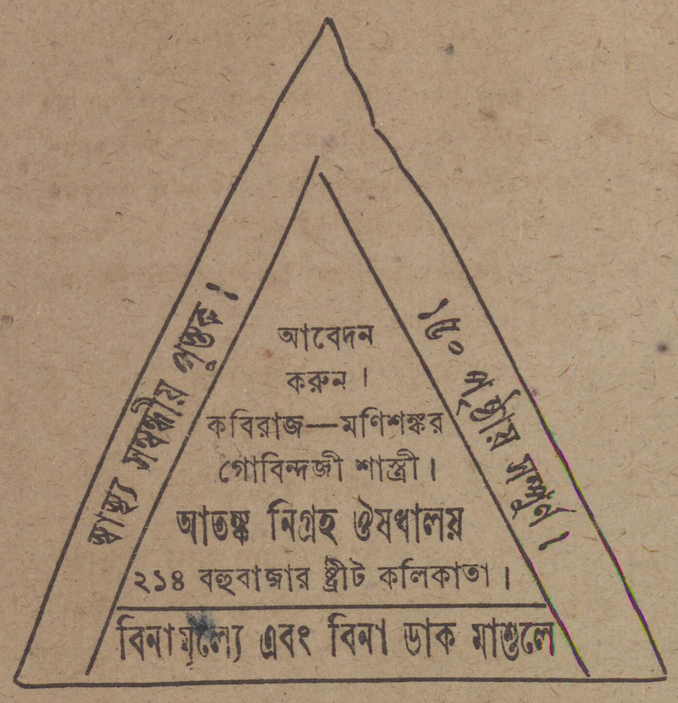

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক! ১৫০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন!

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কন্যের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে।" সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৷৷৷৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৷৷৷৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৴৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ৷৴৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সল্‌উসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালক-দিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের এক শিশি ঔষধের মূল্য মায় মাশুল ১৷৴৹ আনা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।

রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৶৹ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল

রঘুনাথগঞ্জ